132

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 29 APR 1998
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

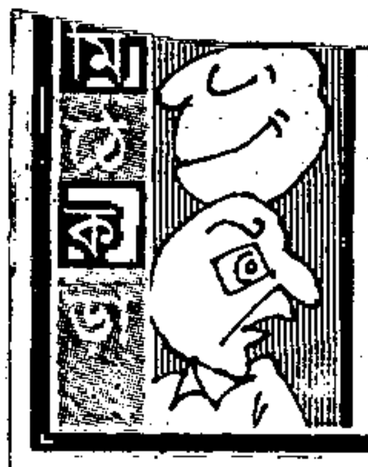

বারুদের ক্যাম্পাস, জলন্ত সিগারেট

আখতার এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিবে। এসেছে একদম অজপাড়াগাঁ থেকে। আখতারের ধারণা অজপাড়াগাঁ বললেও গ্রামটির প্রতি বেশ খানিকটা শ্রদ্ধাবোধ দেখানো হয়। উঠেছে দুর-সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাসায়। বাবার মামাত ভাইয়ের সমন্ধীর বাসায়। ঐ পরিবারের সদস্যরা যে তার আগমনে, খুশির বদলে বিরক্ত হয়েছে এটা সুস্পষ্ট। নইলে- 'আম্মু, মাথায় চপ্-চপ্ করে তেল দেয়া ঐ লোকটা কে?'- কিশোরী মেয়ের এ প্রশ্নের জবাবে মায়ের মুখ থেকে বেরিয়ে আসত না- 'তোর আব্বুকে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর না! ওর তো চুলে চুলে গিঁরা দিয়ে আত্মীয় বের হয়'। একথা কানে আসার পর কারো বাসায় থাকা যায় না। কিন্তু উপায় কি? বিশাল অচেনা ঢাকা শহর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার সোনালী স্বপ্ন। কৃষক বাবার চাপা ভাঙা মুখে হাসি ফোটানোর ব্রত। মায়ের ছানি পড়ে যাওয়া চোখের অপারেশন। এ সবকিছুর তুলনায় মাত্র কয়েকদিনের নিগৃহীত জীবনযাপন খুব কি বেশি কষ্টের? মায়ের কথা মনে পড়ল আখতারের- 'বাপরে, গরিবের পোলার অত মান- সন্মান থাকলে চলে না'।

২৩শে এপ্রিল। আখতার পা রাখে তার স্বপ্নের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। ফরম তুলবে। পূরণ করে জমা দিবে। এসব তাড়ার মাসেও তার চোখ আটকে যায় বিভিন্ন দৃশ্যে। কি সুন্দর সুন্দর পোশাক পরে রাজহংসীর ভঙ্গিমায় হেঁটে যাচ্ছে মেয়েরা? জটলা দিচ্ছে দল বেঁধে। জোড়ায়-জোড়ায় বসে গল্প করছে। ভাল লাগায় ভরে যায় মন। হঠাৎ জাহেদার কথা মন পড়ে। ঘোরের মাঝেই ফরম কেনে। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে মধু ক্যান্টিনের পাশের ফাঁকা জায়গাটায় বসে ফরম পূরণ করতে। বেলা তখন সাড়ে এগারোটা কোন কিছু বুঝে উঠার আগে হঠাৎ করেই শুরু হয় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া। ছাত্রলীগ ছাত্রদল কর্মীদের মাঝে। ধারালো চকচকে চাপাতি। কাটা রাইফেলের কান ফাটানো গুলির আওয়াজ। বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে আখতারের। কোথা দিয়ে কিভাবে, অলিগলি পেরিয়ে পৌঁছে যায় আত্মীয় বাসায়। পথে, আসার সময়ই পাশ থেকে তার কানে ভেসে আসে- 'একজন পড়ছে। তিন জনের অবস্থা টাইট'। বাসায় পৌঁছে গা এলিয়ে দেয় বিছানায়। মাথাটা তখনও ঘুরছে। নার্ভগুলো উত্তেজিত অবস্থা থেকে ঢিলে হয়ে আসে। শরীরের গ্লুকোজ লেভেল নেমে আসায় তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয় আখতার।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়েছে আখতার। উঠেছে হলে। জসীমউদ্‌দীন হলে। এলাকার এক বড় ভাইয়ের ছত্রছায়ায়। বড় ভাই রাজনীতি করেন। আখতারকেও যেতে হয় মিছিল, মিটিং-এ। থাকার সমস্যা মিটলেও টাকার

সমস্যা তখনও পুরোপুরি মেটেনি। টিউশনি পাওয়া যাচ্ছে না হাজারো চেষ্টা করেও। বড় ভাই টাকা রোজগারের সহজ পথ বাতলে দেয়। সময়ের বির্বতনে আখতারের হাতে চলে আসে অস্ত্র। এভাবে কেটে যায় কয়েক বছর। উপর থেকে অর্ডার আসে একটি মেয়েকে কিডন্যাপ করার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়ে। এ কাজ আখতারের কাছে এখন পানি-পান্তা। কিন্তু এ যে তার সেই দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের মেয়ে ঈশিতা। তখন আর অতশত ভাববার সময় নেই। তবুও মনে পড়ে এ মেয়ে তাকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল -'বলেন তো, ফিয়াট গাড়ি কোন দেশ তৈরি করে?'. সেদিন আখতার পারেনি। কিন্তু আজ ইতালির ফিয়াট কেন, যুক্তরাজ্যের রোলস্ রয়েস ও তার নখদর্পণে। পরদিন ক্যাম্পাসে শুরু হয় তুমুল উত্তেজনা। আখতার কেন যেন সেদিন যেতে চাচ্ছিল না। বন্ধুরা জোর করে নিয়ে যায় তাকে। আখতার ছাড়া অপারেশন চলে? আখতারের নেতৃত্বে এগিয়ে যায় তার বাহিনী। কান ফাটানো শব্দে ভারাক্রান্ত হয় চারপাশ। এরই মাঝে আখতার দেখতে পায় একটা গুলি ধেয়ে আসছে তার বুক বরাবর। সিনেমার পর্দার মতো দৃশ্যপট পাল্টায়। পাশে দাঁড়িয়ে দুই নেত্রী। হাসিনা-খালেদাজিয়া। আখতার তন্দ্রার ঘোরই চিৎকার করে উঠে- 'আমাদেরবাঁচানআপনারা'।

তন্দ্রাশেষে দিনটা বড্ড খারাপ কাটে আখতারের। ভাগ্যিস! ঈশিতা তাকে একটা কৌতুকের বই ধার দিয়েছিল। নইলে রাতটাও যে স্থির হয়ে যেত। বইটাতে চোখ বুলাতে থাকে সে- 'এক প্রেমিকা তার প্রেমিকাকে বলছে- আচ্ছা, তুমি সব সময় সিগারেট খাও কেন? প্রেমিকের উত্তর -তুমি সঙ্গে থাকলে আনন্দে খাই। আর তুমি সঙ্গে না থাকলে তোমার দুঃখে খাই।' আবার ভাবনায় পেয়ে বসে আখতারকে। তার কাছেও মনে হয় আমাদের রাজনীতিবিদরা হল ঐ প্রেমিকের মতো। আর ক্ষমতা হল তাদের প্রেমিকা। সন্ত্রাস আর ছাত্র রাজনীতি হল সিগারেট। ক্ষমতায় থাকলে আনন্দে, ফূর্তিতে সন্ত্রাস আর ছাত্ররাজনীতিকে ব্যবহার করে। আর ক্ষমতায় না থাকলে ক্ষমতা হারানোর দুঃখে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড আরম্ভ করে।

ধুৎ-তুরি-ছাই সবকিছু নিয়ে আসলেই আখতার বেশি বেশি মাথা ঘামায়। সে পরের কৌতুকটা পড়তে থাকে- 'এক বেটে যুবক এক অনিন্দ্য সুন্দরীকে তার সাথে নাচতে আহ্বান জানালো। আহ্বানের প্রত্যুত্তরে সুন্দরী বললো- কিছু মনে করবেন না, আমি শিশু নিয়ে নাচি না। বেটে যুবকটিও কম যান না। বলল- মাফ করবেন। আমি বুঝতে পারিনি যে আপনি গর্ভবতী'। আখতার এটা পড়ার পর ঝট পট ঘুমিয়ে পড়ল। কারণ কি থেকে আবার কি চিন্তা শুরু হয়।

পরদিন ঘুম ভাঙার পরই সে একটা মিথ্যা কথা বলার সিদ্ধান্ত নিল। মাকে কোন ক্রমেই বলা যাবে না যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গোলাগুলি হয়। লাশ হয়ে ফিরে আসতে হয় শিক্ষার্থীদের। তাহলে শুরু হবে- 'আক্কু রে, তোর ঐহানে পড়নের দরকার নেই। আচ্ছা, একটা কথা সত্যি করাইয়া ক দেহি, -খালেদা, হাসিনা, এগো ছাওয়াল-মাইয়া গুলান কই পড়ে। তিনারা কত বুদ্ধির মানুষ। তা অইলে এইড্যা চলতে দেয় ক্যামনে'। আখতারের মনে হয় কারো কারো খুব বেশি বুদ্ধি থাকাটাও খুব একটা ভাল না। অন্তত তাদের মতো পাবলিকদের স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য। যা হোক, এক ফুরসতে (মানে সবার পত্রিকা পড়া শেষ হলে) পত্রিকাটা হাতে তুলে নেয় সে। ২৪ তারিখের সংবাদ। চোখে পড়ে- 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সব অচল করে দেব, বলেছে ছাত্রদল। বন্দুক যুদ্ধ, বুকে গুলি লেগে মারা গেছে ছাত্রলীগ নেতা পার্থ প্রতিম আচার্য। আহত আরও ৩ জন।" গতকাল সন্ধ্যায় তার লাশ গ্রামের বাড়িতে পাঠানো হয়। এর আগে ডাক, তার ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মোঃ নাসিম, নৌ- পরিবহন উপমন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী, যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল জলিল, মুকুল বোসসহ অনেক নেতা তার লাশ দেখতে ও সমবেদনা জানাতে জগন্নাথ হল ও হাসপাতালে যান'। খবরটি পড়ে আখতারের একটি ট্রান্সলেশনের কথা মনে পড়ে- 'ডাক্তার আসিবার পূর্বে রোগীটি মারা গেল'।

❑ কমলেশ রায়